এক মহিলাকে খুনের অপরাধে যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ এক মহিলাকে ভালোবেসে রাতে একসাথে থেকেও খুন করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত যুবকের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল কালনা আদালত। কালনা আদালতের দায়রা অতিরিক্ত জেলা জজ তপন কুমার মণ্ডল অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। জানা গিয়েছে, এক মহিলাকে রাতের বেলায় গলায় ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের হয় পূর্বস্থলী থানায়। এই অভিযোগ করেন মৃতার মা সরস্বতী সর্দার। অভিযোগ, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় এক মেলা বসে। মা সরস্বতী সর্দার মেলায় গিয়েছিলেন। মেয়েকে বাড়িতে একা পেয়ে বেলেরহাটের বাসিন্দা কুশ দাস নামে যুবক তাদের বাড়িতে আসে। জানা গিয়েছে, দীপা সর্দার নামে মহিলাটি কুশের সাথে একটা ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। রাতে বাড়িতে এসে সরস্বতী সর্দার দেখতে পান কুশ দীপা সর্দারের কাছে রয়েছে এবং দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সকল বেলায় ঘরে গিয়ে দেখতে পান, দীপা সর্দার মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারপরে তিনি পূর্বস্থলী থানায় মেরে ফেলার অভিযোগ দায়ের করেন। পূর্বস্থলী থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়ে গ্রেপ্তার করে কুশ দাস নামে ওই যুবককে। একাধিক সাক্ষীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার পর্ব শুরু হয় এবং দোষী সাব্যস্ত হয় কুশ দাস নামে ওই যুবক। শুক্রবার কালনা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ তপন কুমার মণ্ডল অভিযুক্ত যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

জ্যাঠার মৃত্যু, ধৃত ভাইপো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জমি জায়গা নিয়ে ভাইপোর সঙ্গে ঝগড়া চলাকালীন জ্যাঠার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে ভাইপো লালন মহন্তর বিরুদ্ধে তার জ্যাঠাকে খুন করার লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে সিমলাপাল থানায়। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুক্রবার রাতে ভাইপো লালনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন তাকে খাতড়া মহকুমা আদালতে এসিজেএমের এজলাসে তোলা হয়। বিচারক তার জামিন নাকচ করে ৩ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বেলা ১০টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া সিমলাপাল থানার দুবরাজপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত জ্যাঠামশাই গৌর মহন্ত (৬৮)। শুক্রবার সকালে জ্যাঠামশাই গৌর মহন্তের সঙ্গে ভাইপো লালন মহন্তর ঝগড়া হয় তাদের জমি-জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। ঝগড়া চলাকালীন গৌরবাবু হঠাৎ মাটিতে পড়ে যান। তারফলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই বিষয়ে মৃতের ছেলে স্নেহাশিস মহন্তর অভিযোগ, ঝগড়া চলাকালীন লালন দুহাত দিয়ে আমার বাবার গলা চেপে ধরে। সে হাত ছেড়ে দিতেই বাবা মাটিতে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এই মর্মে শুক্রবারই স্নেহাশিসবাবু লালন মহন্তের বিরুদ্ধে তার বাবাকে খুনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সিমলাপাল থানায়। গত রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এদিন কোর্টে পাঠায়। এই বিষয়ে জানতে চাইলে সিমলাপাল থানার পুলিশ বলে, মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাবে না।

ছোটো গোবিন্দপুর হাইস্কুল পরিদর্শনে বাঁকুড়ার জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ শনিবার বাঁকুড়ার ইন্দাসের ছোটোগোবিন্দপুর এস.এন.পাঁজা হাইস্কুল পরিদর্শনে আসেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক ডাঃ উমাশঙ্কর এস। বিদ্যালয়ের গ্রীন বুথ প্ল্যানটেশন, ই.এল.সি পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সাথ নির্বাচনী পাঠশালা বিষয়ক কথা বলে উনি খুব সন্তুষ্ট হন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ওনাকে মুগ্ধ করেছে জানিয়ে তিনি বিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন। এই দিন বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকা 'অঞ্জলি'-র শুভ উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ডাঃ উমাশঙ্কর এস। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তিনি জানান, বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এই বিদ্যালয়ের স্থান সামগ্রিক বিচারে অনেকটাই উপরের দিকে। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম, পঠন-পাঠন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সর্বোপরি বিদ্যালয়ের পরিবেশ তাঁকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে বলে তিনি জানান। ভবিষ্যতে তিনি আবার এই বিদ্যালয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যকলাপ দেখে তিনি প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রসেনজিৎ সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

তৃণমূলের দখলে ঝালদা-২

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার ঝালদা-২ পঞ্চায়েত সমিতির দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। বস্তুত বিজেপির এক সদস্য শাসকদলে যোগদান করায় এই পঞ্চায়েত সমিতিটির শাসন ক্ষমতার রাশ ঘাসফুল শিবিরের হাতে এলো। শনিবার দলের জেলা পার্টি অফিসে তৃণমূলে যোগ দেন বিজেপি সদস্য গদাধর কালিন্দি। তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণণূলের সভাপতি তথা রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিভাগীয় মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। মোট ২৪ আসন বিশিষ্ট ঝালদা-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস ১০, তৃণমূল ৭, সিপিএম ৪, ফরোয়ার্ড ব্লক ১, বিজেপি ২টি আসনে জিতেছিল। জেলা তৃণমূলের দাবি, সিপিএম এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের ৫ জন সদস্যকে পাশে পাওয়ার পর এদিন বিজেপির একজন সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর ঝালদা-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে তাদের বোর্ড গঠনের আর সমস্যা থাকল না।

নদীয়ায় তিনদিনের সবলা মেলা শুরু

শ্যামল রায়, নদীয়া ঃ নদীয়া জেলার তেহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে তিন দিনের সবলা মেলা শুরু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সবলা মেলায় ৫৫টি স্টল রয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকের স্বয়ংবর গোষ্ঠীর মহিলারা তাঁদের তৈরি হাতের জিনিস বিক্রির জন্য সবলা মেলাতে অংশগ্রহণ করেছেন। শান্তিপুরের একটি গোষ্ঠী শাড়ি, কৃষ্ণনগর ও হাঁসখালি থেকে বরি, করিমপুর-২ ব্লকের শঙ্খনগর থেকে সংকেত সামগ্রী নিয়ে এইসব মেলায় হাজির হয়েছেন স্বয়ংবর গোষ্ঠীর সদস্যরা। এছাড়াও ওই মেলা প্রাঙ্গণে বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ সহ বিভিন্ন রকমের সামগ্রী নিয়ে পুরুষ এবং মহিলারা বিক্রির উদ্দেশ্যে বসেছেন। প্রতিদিন মেলা বিকেল তিনটে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত চলবে। ইতিমধ্যে মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমতে শুরু করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ মেলার শুভ সূচনা হয়।

বাঁকুড়া ক্রিস্টান কলেজে ছাত্র মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ সহপাঠীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া ক্রিস্টান কলেজের ইংরাজি সাম্মানিক বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা সহপাঠী দিবেন্দু চক্রবর্তীর মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্ত করানো ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিভাগের এক ছাত্রী জানায়, তাদের বিভাগের ইংরাজি অধ্যাপক একটু বেশি নিয়মানুবর্তিতা দেখান। সেজন্য অনেক ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের একটা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। দিব্যেন্দু চক্রবর্তীর বাবা তপন চক্রবর্তীর বক্তব্য, গত পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে ইংরাজি বিভাগের কোন এক অধ্যাপকের ফোন এসেছিল বলে ছেলের কাছে শুনেছিলেন। তারপর থেকে তার ছেলের আচরণে একটা আতঙ্কের ভাব দেখতে পান। তারপরই শুক্রবার সকালে তাদের ছেলে আত্মহত্যা করে বিষ্ণুপুর ঝাপড়ামোড়ের বাড়িতে।

এই খবর জানাজানি হতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কলেজে। সেই ক্ষোভ শনিবার বিক্ষোভের রূপ নেয়। তপনবাবুর বক্তব্য, তাঁদের সন্তানের মধ্যে দিব্যেন্দু ছিল ছোট। এতে তাঁরা শোকাহত। তাঁরা এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছেন।

কাটোয়ায় ইনডোর গেমসের উদ্বোধন হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া ঃ শনিবার কাটোয়া মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মিনি ইনডোর গেমসের উদ্বোধন হল। উদ্বোধন করেন কাটোয়া মহকুমা শাসক সৌমেন পাল। এই গেমসের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও কাটোয়া-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা বাহিন, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বদ রুদ্দোজা প্রমুখ। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র-ছাত্রীর দাবি ছিল, মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মিনি ইনডোর গেম চালু করা হোক। সেই দাবি আজ পূরণ হলো এবং এতে খুশি ছাত্রছাত্রীরা। মহকুমা শাসক সৌমেন পাল জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের মিনি ইনডোর গেমসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মিনি ইনডোর গেমসের কাজ শুরু হয় এবং অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল এদিন। অন্যদিকে, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা ধারায় রাজ্য জুড়ে ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ চলছে। সেই উন্নয়নের লক্ষ্যে মিনি ইনডোর গেমস উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কাটোয়ার বাসিন্দাদের জন্য। সেই সাথে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি মিনি ইনডোর গেমসের সাহায্য পাবে তাই অনেকটাই উৎসাহবোধ করছেন।

ইন্দাস ব্লকের উন্নয়ন খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ ইন্দাস ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন বাঁকুড়ার জেলাশাসক ডাঃ উমাশঙ্কর এস। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ ইন্দাস ব্লকে আসেন জেলাশাসক। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের রুমে ব্লকের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মানসী ভদ্র, ব্লকের নতুন সভাপতি ফরিদা বেগম, ব্লকের যুগ্ম উন্নয়ন আধিকারিক অমল কুমার চক্রবর্তী এবং ব্লকের সকল পদাধিকারীগণ। ব্লকে মিটিং শেষ করে জেলাশাসক ইন্দাস ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ঘুরে দেখেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ। সেখান থেকে সোজা যান ছোটগোবিবন্দুপুর হাইস্কুলে। সেখানে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার কাজে যুক্ত ডিওদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর তিনি বিষ্ণুপুর নবনির্মিত বাসস্ট্যাণ্ড উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

Kunjavila, Kotulpur, Bankura

আমোদর ঃ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী

ব্যোমকেশ সরকার

'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা'---কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঙক্তিতে বাঁকুড়ার 'আমোদর নদী' কে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষাশেষি সময়ে আমোদরের স্রোত সারাবছরই প্রবাহিত হত। বর্ষায় কানায় কানায় ভরে উঠত। গ্রীষ্মে তার ভরা যৌবন ম্লান হয়ে যেত। তবে এখনও বেশ কয়েকটি খাল আমোদরের সাথে মিলিত হয়ে কলেবর বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। নদী আমাদের স্নেহময়ী মায়ের মত। তার দুই তীরকে কৃষির জন্য উর্বর করেছে। সমস্ত প্রাণীকুলে বেঁচে থাকার সহজ ও প্রধান অবলম্বন। বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে আমোদর নদীকে গড়মান্দারণের গড়কে সুরক্ষিত করার জন্য উল্লেখ করে গেছেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের মোঘল সেনার সঙ্গে কৎলু খাঁ এর পাঠান সেনার যুদ্ধ এই আমোদরের তীরবর্তী এলাকায় সংগঠিত হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলার জয়পুরের শাল- পিয়াল-মহুয়ার নিবিড় সহবস্থানের মাঝে ছোট ছোট আদিবাসী গ্রাম। এখানেই বর্ষার জল পুষ্ট ঢোল সমুদ্র। এই ঢোল সমুদ্রকে আরও রমণীয় করতে পূর্বপ্রান্তে বাঁধ দিয়ে জলকে আটকে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই বের হয়েছে ছোট স্রোতস্বিনী যমুনা খাল, পরে এর নাম হয়েছে 'আমোদর নদ'। জয়পুর থানার গোকুলনগর, কাশীপুর, সলদা, কুচিয়াকোল হয়ে কোতুলপুর থানার চাতরা রামাই পণ্ডিত কলেজের পাশ দিয়ে মাঝিপুকুর, সাগরমেঝে, দারাপুর, আখড়াশোল, গোপালপুর, বালিঠ্যা, দেশড়া, জয়রামবাটী, হলদী, তাজপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলি জেলার পুথুরিয়া, সাতবেড়ে, কামারপুকুর, গড় মান্দারণ হয়ে নকুণ্ডা গ্রামের উত্তর পাশে বাইশ মাইল দলকার জলা সৃষ্টি করে বালিদেওয়ান গঞ্জের দক্ষিণে হুগলি জেলার মনসুকা গ্রামের কাছে দ্বারকেশ্বরের শাখানদী 'ঝুমঝুমি' নদীতে পতিত হয়েছে। জয়রামবাটীর মাতৃ মন্দিরের উত্তর দিক দিয়ে আমোদর নদ বয়ে গেছে। মায়ে একে গঙ্গা বলতো। বর্তমানে মঠের তীরে শিবের মন্দিরসহ মায়ের বিভিন্ন কার্যকলাপের ছবি, গাছ-গাছালি ঘেরা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আমোদর নদীর ছোট গতিপথ ৪২ কিমির মধ্যে। বাঁকুড়া জেলায় এর গতিপথ ২৬ কিমি ও হুগলি জেলায় ১৬ কিমি। আমোদরের তীরবর্তী অনেক গ্রামে জৈন ও বৌদ্ধ যুগের দেবদেবী ও প্রত্নশিলার সহবস্থানে আমোদরকে বিধৌত করেছে। জয়পুরের গোকুলনগরে গোকুল চাঁদের মন্দির আজও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার জন্য প্রথম রঘুনাথ সিংহ ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দিরটি ল্যাটারাইট পাথরের দ্বারা নির্মিত। এর উচ্চতা প্রায় ৬১ ফুট ও প্রস্থ ৫৫ ফুট। পঞ্চশিখরের মূল শিখাটি অষ্টভূজি এবং কোণের শিখরগুলি চতুষ্কোণী, মন্দিরটির পূর্বে ও দক্ষিণের দেওয়ালে পাথরের খোদাই করা দশ অবতার মূর্তি ও বহুসংখ্যক ভাস্কর্য আছে যা পাথরের মন্দিরে বড় একটা দেখা যায় না। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ পার্শ্বে ভোগ গৃহ ও অতিথি নিবাসটি খুবই উল্লেখযোগ্য। শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনের সঙ্গে আমোদর নদ বিশেষভাবে জড়িত। যখন মা ছোটো ছিলেন তখন মা তাঁর ছোট ছোট সঙ্গীদের

নিয়ে আমোদরে স্নান করতে আসতেন। স্নান সেরে ঐ বটতলায় বসে মুড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর একবার স্নানযাত্রার দিনে মা সারদা ঐ বটগাছের তলায় বসে বিষণ্ণ বদনে ঠাকুরকে স্মরণ করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেখা পেয়ে-ছিলেন। জয়রামবাটীর রামকৃষ্ণ মঠের শরৎ মহারাজ আমোদর তীরের ঐ স্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। স্থানটি 'পঞ্চবটী' নামে হয়েছে, সারদা মায়ের স্নানের ঘাটটি 'শ্রীমায়ের গঙ্গাঘাট' নামে পরিচিত হয়েছে। বর্তমানে দেশ-বিদেশ থেকে লোক এখানে আসেন। এর চারপাশে চড়ুইভাতি করে। পূর্বেই উল্লেখ আছে যে, আমোদরের তীরে গড়মান্দারণ প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য স্থান। শোনা যায়, নদীর গতিপথ পূর্বে গড়ের প্রাচীরের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রবেশ করে গড়ের প্রাচীরের দক্ষিণ প্রান্তে বেষ্টন করে পূর্ব সীমায় অগ্নিকোণ দিকে প্রবাহিত হতো। বর্তমানে এই গতিপথ মজে যাওয়ায় ঐ অংশটি 'লক্ষীজোলা' নামে অভিহিত। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসেও এর গতিপথ মান্দারণ গড়কে বেষ্টন করে প্রবাহিত হতো বলে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে আমোদর নদটি এক সময় ছিল মান্দারণের প্রাণকেন্দ্র, গড়ের মধ্য দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত হতো। অতীতে জাহানাবাদ এলাকার অন্তর্ভুক্ত গড়মান্দারণ ছিল বিশেষত দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বাংলা- বিহার-উড়িষ্যার রাজনৈতিক অভিযানের সড়কপথ বর্ধমান- আরামবাগ-মেদিনীপুর 'পাদশাহা রোড' এই এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মান্দারণ এলাকায় হীরের খনির অবস্থান। এই দুই কারণে জাহানাবাদ ও মান্দারণ এলাকায় বারংবার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও প্রচণ্ড রাজনৈতিক তৎপরতা তৎকালীন সময়ে অব্যাহত ছিল। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমোদর বিধৌত মান্দারণ গড়ে ইসমাইল গাজির দেহ কবরস্থ করা সেই সময় মান্দারণকে প্রচারের তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল। **ক্রমশ**

নলিনী নার্সিং হোম
পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলি
ডাঃ কৌশিক কুণ্ডু
MBBS (KOL.), M.S. (G&O), Chennai.
Consultant Gynoecologist & Obstetruician.
Special Interest : Infertility.
প্রতি মঙ্গলবার Laparoscopy (মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।
Ph. No.- 03211-255013/ Mob.- 8926893081

নার্সিং কোর্স নিয়ে চিন্তিত ?
ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য
Direct Nursing Admission – 2018
(Recognized by I.N.C/K.N.C/R.G.U.H.S, Bangalore)
Educational Qualification : 10th/12th Pass
(Arts/Science/Vocational/Commerce)
- G.N.M : 3 Years
- B. Sc. : 4 Years

Admission Contact :- 8073172973

SEX সমস্যায় হারবাল চিকিৎসা
মহিলা ও পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা, চেহারায় লাবণ্য, চুল পড়ার সমস্যা (১৪ দিনে গ্যারেন্টিসহ পরিবর্তন)।
ডাঃ এন.কে.রায় মোঃ- 9433276106
মদ ছাড়ানোর ঔষধ পাইকারী দামে পাওয়া যায়।
গোপনে মদের নেশাছড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
কলিকাতা (দমদম), আরামবাগ, উদয়নারায়ণপুর, হেড়িয়া, শ্যামপুর।
যোগাযোগ ঃ- 9433156731, 7501330207